তারিখ 08 DEC 1989
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

দৈনিক খবর

35

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে ঃ হাসিনা

।। বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।।

জাহাঙ্গীরনাগর বিশ্ববিদ্যালয় (সাভার)।– ৭ই ডিসেম্বর।– আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও আটদলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন করে ছাত্র ভর্তি না করে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ এবং ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ আন্দোলন করে যাবে।

আজ এখানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (হা-অ)-এর সম্মেলন ও নবীন

৭-এর পাতায় দেখুন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ (হা-অ) শাখা সম্মেলন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শেখ হাসিনা —খবর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

প্রথম -পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরিফ হত্যা নিন্দা জানিয়ে [illegible] আরিফ হত্যার নেপথ্যে রয়েছে স্বৈরাচারের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার উচ্চাভিলাষ। স্বৈরাচারের পতন ও সাত-দফার বাস্তবায়ন করে বিশেষ জায়গা থেকে ক্ষমতা উদ্ধার করে জনগণকে মুক্তি দিতে হবে। সাত-দফার মধ্যেই জনগণের মুক্তি নিহিত।

শেখ হাসিনা বলেন, ৭৫-এর পরবর্তী সময়ে ব্যুরোক্রাটরাই দেশ চালাচ্ছে। এতে দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়েছে। সাথে সাথে শিক্ষিতের হারও কমে গেছে। ৭৩ সালে দেশে শিক্ষিতের হার ছিল ২৬%। অথচ আজ ৮৯ সালে ঐ সংখ্যা না বেড়ে ২০%-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

তিনি এ পরিস্থিতির জন্য গণতন্ত্রের অভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, দুঃশাসনের কারণে এদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে দেয়া হয়নি।

তিনি বলেন, শিক্ষার পরিবেশ সুন্দর করতে হলে এবং জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ছাত্র সমাজকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করার আহবান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অতীতের মত ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি ছাত্রলীগের পতাকাতলে সমবেত হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হবার আহবান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, স্বৈরাচার উৎখাতের জন্য আরও আত্মত্যাগ করতে হবে।

এই আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। এই আত্মত্যাগের সুফল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভোগকরবে।

সাত-দফার সমালোচনাকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সাত-দফার সমালোচনা করা কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের সমালোচনা করার সামিল। অনুষ্ঠানে ডাকসু সহ-সভাপতি সুলতান মোঃ মনসুর আহমেদ বলেন, আরিফকে হত্যা করা হয়েছে ২৯শে নভেম্বর শেখ হাসিনা আহূত হরতালের সাফল্যকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার জন্য। তিনি কৃতী ছাত্র আরিফ হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেন। জাকসু সহ-সভাপতি এনামুল হক শামীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব ও সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, এবং সাবেক ছাত্রনেতা ওবায়দুল কাদের, মোস্তফা মোহসীন মন্টু ও সামছুদ্দোহা খান মজলিস।

বিকেলে এ অনুষ্ঠানের পূর্বে সকাল ১১ টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব। জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালীর নেতৃত্ব দেন জাকসু সহ-সভাপতি এনামুল হক শামীম। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' মঞ্চস্থ হয়।